আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: ফেনী

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ০৩ নভেবর, ২০১৯ **বুলেটিন নং ৯০**	**০৩ নভেম্বর হতে ০৭ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন**

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (৩০ অক্টোবর হতে ০২ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	৩০ অক্টোবর	৩১ অক্টোবর	০১ নভেম্বর	০২ নভেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৩.০	৩২.০	৩২.২	৩৩.০	৩২.০-৩৩.০
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৩.০	২২.৬	২২.৮	২১.৪	২১.৪-২৩.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪৭.০-৯৯.০	৫৬.০-৯৬.০	৫৫.০-৯৫.০	৬৬.০-৯৮.০	৪৭.০-৯৯.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯	১.৯	১.৯	০.০	০.০-১.৯
মেঘের পরিমান (অক্টা)	১	১	১	১	১-১
বাতাসের দিক	পশ্চিম/ উত্তর-পশ্চিম	পশ্চিম/ উত্তর-পশ্চিম	পশ্চিম/ উত্তর-পশ্চিম	পশ্চিম/ উত্তর-পশ্চিম	পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
০৩ নভেম্বর হতে ০৭ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৯.৬-৩০.৩
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৫.৬-১৯.৫
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬২.০-৮১.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.১-৫.২
মেঘের পরিমান (অক্টা)	পরিষ্কার আকাশ
বাতাসের দিক	পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম

দন্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	কাইচথোড় থেকে শক্তদানা
সবজি	বপন/বাড়ন্ত/ফলধরা

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

সাধারন পরামর্শ:

- **কৃষকদের পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করার পরামর্শ দেয়া হলো।**
- **রবি শস্য বপনের পূর্বে জমি পরিষ্কার করতে হবে।**
- **জমির আইল, নিষ্কাশন নালা এবং পতিত জমি থেকে আগাছা তুলে ফেলুন।**

আমন ধান:

- **গত ৪দিন আবহাওয়া শুষ্ক ছিল এবং আগামী ৫দিন শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে তাই সেচ প্রদানের মাধ্যমে কাইচথোড় থেকে** শক্তদানা **পর্যায়ে জমিতে ২-৫সেমি পানির স্তর রাখুন।**
- **প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত বিরতিতে জমির আগাছা পরিস্কার করুন। কুশি** পর্যায় পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আগাছা নিধন থেকে বিরত থাকুন।
- **কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে শেষ ১/৩ নাইট্রোজেন সার উপরি প্রয়োগ করুন। ব্লাষ্ট এবং খোলপোড়া রোগ প্রতিহত করতে জমিতে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন। ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিলে নাইট্রোজেন সার উপরি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।**
- **অর্থনৈতিক ভাবে অপকারী পোকা যেমন: মাজরা পোকা, চুঙ্গি পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং এবং খোলপোড়া, ব্লাষ্ট, বাদামী দাগ, লিফ ব্লাইট রোগ সনাক্ত করতে নিয়মিত বিরতিতে ২-৩ দিন অন্তর মাঠ পরিদশর্ণ করুন। পোকা সনাক্ত করতে আলোক-ফাদঁ ব্যবহার করতে হবে এবং সকালে অপকারী পোকা সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।**
- **আগামী পাঁচদিন আবহাওয়া পরিষ্কার থাকবে বিধায় প্রয়োজন অনুযায়ী কীটনাশক/ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।**
- **পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন দেখা দিলে ক্লোরোপাইরিফস@২.০মিলি/লি অথবা ম্যালাথিয়ন @২মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।**
- **খোলপোড়া অথবা খোলপচা রোগ দেখা দিলে হেক্সাকোনাজল@১মিলি/লি অথবা টেবুকোনাজল@১মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।**
- **মাজরা পোকার আক্রমন দেখা দিলে কার্বফুরান @১০কেজি/হেক্টর অথবা কারটাপ @১৪কজি/হেক্টর অথবা ফিপ্রোনিল@১মিলি/লিটার অথবা জায়াজিনন @১৭কেজি/হেক্টর পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।**
- **ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া রোগ দমনে থিয়োভিট এবং পটাশ প্রয়োগ করুন।**
- **ছত্রাকজনিত পাতা পোড়া রোগ দমনে ট্রাইসাইক্লোজল@৫-৬গ্রাম/১০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।**
- **বাদামী দাগ রোগ দমনে ম্যানকোজেব অথবা থিয়োভিট এবং পটাশ প্রয়োগ করুন।**
- **থোড় অবস্থায় ধানে ব্লাষ্ট দেখা দিতে পারে, সেজন্য এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরন করুন। রোগ দমনে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি/ট্রপার @ ০.৬গ্রাম/লিটার অথবা এমিসটারটপ ৩২৫ এসপি@ ১মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন। বেলা ৩টার পরে এবং রোগের মাত্রা অনুযায়ী ১০-১২ দিন অন্তর স্প্রে করুন।**
- **নরমদানা স্তরে গান্ধীপোকা এবং বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমন দেখা দিতে পারে।**
  বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমন-এ আইসোপ্রোর্কাপ @২.৫গ্রাম/লিটার অথবা ইমিডোক্লোরোপিড@ ২.৫গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- **গান্ধীপোকা এর আক্রমন-এ ম্যালাথিয়ন@২মিলি/লিটার অথবা ক্লোরোপাইরিফস@ ২মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।**
- ধানের জমিতে ইঁদুরের আক্রমণ দেখা দিলে স্থানীয় পদ্ধতি ব্যবহার করে নিয়মিত ভাবে ইঁদুর দমন করতে হবে। ইঁদুর দমন ব্যবস্থায় বিষটোপের ব্যবহার খুবই জরুরী।

সব্জি

- বিদ্যমান শুষ্ক আবহাওয়ার কারনে সব্জির জমিতে সেচ প্রদান করুন।
- ফুলকপি এবং বাধাঁকপিতে কালোপচাঁ রোগ দেখা দিলে ১০লিটার পানিতে ১গ্রাম ষ্টেপটোসাইক্লিন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো এবং ঢেঁড়শে ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- পেঁপের ছাতরা পোকা দমনে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রান্ত অংশ সনাক্ত করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে, সাথে সাথে পিপঁড়ার ঢিবি থাকলে সেটাও ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

বোরো ধান:

- বোরো ধানের বীজতলা তৈরি করুন। এসময় ঘূর্ণিঝড় হওয়ার প্রবণতা রয়েছে তাই উচুঁ এবং পানি নিষ্কাশন সুবিধা আছে এমন জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন।

সরিষা

- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতি সরিষার জমি প্রস্তুত এবং বপনের উপযুক্ত সময়। নভেম্বরের ১৫ তারিখ পযর্ন্ত বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।

ভুট্টা

- রবি ভুট্টার জমি প্রস্তুত এবং বপন শুরু করুন। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ডাল জাতীয় ফসল

- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে ডাল জাতীয় ফসলের জমি প্রস্তুত এবং বপনের উপযুক্ত সময়।

আলু

- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে আলুর জমি প্রস্তুত এবং লাগানোর উপযুক্ত সময়।
- আলু লাগানোর ১মাস আগে খামারজাত সার ২টন/বিঘা প্রয়োগ করুন।
- লাল পিপঁড়া ও কাটুই পোকা দমনে থিমেট ১০জি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫%পাউডার @ ২কেজি/বিঘা প্রয়োগ করার পরামর্শ দেয়া হলো।

উদ্যান ফসল:

- বিদ্যমান আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে উদ্যান ফসল রোপনের উপযুক্ত সময়। তাই উদ্যান ফসল যেমন: আম, লিচু, কাঠাঁল, পেয়ারা, জাম, আতা, লেবুর নতুন চারা অবিলম্বে রোপন করুন।

গবাদী পশু

- রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করেছে, গবাদিপশু বিশেষ করে বাছুর এবং দুগ্ধবতী গাভীকে নিউমোনিয়া থেকে রক্ষা করতে সকালে ও সন্ধ্যায় চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখুন।
- তড়কা, খুড়া এবং পিপিআর রোগ থেকে গবাদী পশুকে বাঁচাতে টীকা দিন। ।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদী পশুকে কৃমিনাশক দিন।

- দুগ্ধ উৎপাদন বাড়াতে গবাদিপশুকে সতেজ ঘাস খাওয়ান।

হাঁস-মুরগী

- এক সপ্তাহের মুরগীর বাচ্চাকে রানীক্ষেত এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরা রোগ থেকে বাঁচাতে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সহায়তায় টীকা দিন।
- মুরগীর ঘর সপ্তাহে অন্তত: ২ বার পরিষ্কার রাখা।
- খোয়াড়ের চারদিকে চটের বস্তা অথবা পলিথিনের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১/২ ঘন্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রোগবালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

পুকুরে অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দিলে-

- পিএইচ দেখে প্রয়োজন অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের তলদেশ থেকে জলজ আগাছা তুলে ফেলুন।
- চারপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করুন।
- পুকুরের পানি নেড়ে দিন।
- রৌদ্রজ্জল দিনে খাবার দিন।